



215535 - সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যিক স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা এবং তাদের মতামতেরে বাইরে না যাওয়া

---

প্রশ্ন

সাধারণ মুসলমানে জন্য ফতোয়া জিজ্ঞাসে করা এবং য়ে কোন আলমেরে উক্তি গ্রহণ করা কী জায়যে? নাকি তার উপর আবশ্যিক হলো সযে য়ে দেশে বাস করে সযে দেশেরে স্থানীয় আলমেদরে কাছযে ফতোয়া জিজ্ঞাসে করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মানুষ তনি ভাগযে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: মুজতাহদি আলমে। তনি এমন ব্যক্তি যার কাছযে কুরআন-হাদিসরে ভাষ্য থকে সরাসরি বধিান নর্গয় করার যোগ্যতা রয়ছে। এমন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন আলমেরে তাকলীদ করা জায়যে নয়। বরং তনি তাঁর ইজতহিদরে অনুসরণ করবনে; সটো তার যামানার আলমেদরে অভিমিতরে মোতাবেকে হোক; কথিবা বরিরোধী হোক।

দ্বিতীয় ভাগ: ইলমে দ্বীন চর্চায় অভিজ্ঞ তালবিল ইলম। যার এমন অভিজ্ঞতা হয়ছে য়ে, তনি আলমেদরে মতভদেপূর্ণ উক্তিগুলোর মাঝে প্রাধান্য দয়ার যোগ্যতা রাখনে; যদও তনি ইজতহিদরে স্তরে না পট্টে থাকনে। এমন ব্যক্তির জন্যও কোন আলমেরে তাকলীদ করা আবশ্যকীয় নয়। বরং তনি আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যযে তুলনা করে নজিরে কাছযে যটোকে অগ্রগণ্য মনে হয় সটোর অনুসরণ করবনে।

তৃতীয় ভাগ: সাধারণ মানুষ। যাদরে কাছযে যথেষ্ট শরয়ী ইলম নাই; যার মাধ্যমে তারা আলমেদরে মতভদেগুলোর মাঝে প্রাধান্য দয়ার যোগ্য হবনে। এ শ্রণীর লোকদরে পক্ষযে কুরআন-হাদিসরে ভাষ্য থকে বধিান নর্গয় করা সম্ভবপর নয়, আলমেদরে মতভদেগুলোর মধ্যযে প্রাধান্য দয়োও সম্ভবপর নয়। তাই তাদের উপর আবশ্যিক হলো আলমেদেরকে জিজ্ঞাসে করা এবং তাদের মতামতরে অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আলমেগণকে জিজ্ঞাসে কর; যদ তি তোমরা না জান।” [সূরা নাহল, ১৬: ৪৩]

তাদের উপর আবশ্যিক তাদের সমকালীন আলমেদরে তাকলীদ করা; বরং তাদের স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা। যাতে করে তাদের জন্য এমন কোন পথ না খোলা হয় য়ে, তারা আলমেদরে অভিমিতগুলোর মধ্য থকে যটো খুশি সটোর অনুসরণ করবনে;

অথচ অভিমতগুলোর মধ্যে প্রাধান্য দায়ের যোগ্যতা তাদের নই। তারা সবসময় সহজ ও তাদের প্রবৃত্তির মতোভাবে অভিমতটি বাছাই করে নবিলে। এর পরণিতিতে ব্যাপক মতভেদে ও মতপার্থক্য সংঘটিত হবলে এবং মানুষ একটু একটু করে দ্বীনী বধি-বধিান থেকে মুক্ত হতে থাকবলে।

আলমেগণ এই তনি প্রকার মানুষের কথা সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার মানুষের কথা ‘আল-তুফী’ তাঁর ‘মুখতাছারুর রাওয়া’ গ্রন্থে (৩/৬২৯) বলেন:

“যদি কোন মুজতাহিদি আলমে ইজতহিদি করেনে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, এটাই বধিান তার জন্য অন্য কারো তাকলীদ করা সর্বসম্মতক্রমে নাজায়যে। অর্থাৎ এতে কোন দ্বমিত নই।

আর যে ব্যক্তি কোন বধিান নিয়ে এখনও ইজতহিদি করেননি; তবে ইজতহিদি করার যোগ্যতা থাকার কারণে নকিটবর্তী শক্তি প্রয়োগ করে তনি নিজিে বধিানটি জানতে সক্ষম তার জন্যও অন্যের তাকলীদ করা নাজায়যে। সেই অন্য তার চয়ে বশৌ জ্ঞানী হোক কথিবা কম জ্ঞানী হোক; সাহাবীদরে কটে হোক কথিবা অন্য কটে হোক।[সমাপ্ত]

আর তৃতীয় শ্রণীে হচ্ছলে সাধারণ মানুষ। ‘তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামদিয়্যা’-তে (৭/৪৩১) এসছে: “টীকা: সাধারণ মানুষের কাজ হলো ফকিহবদিদরে অভিমতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের কথা ও কাজেরে অনুসরণ করা...। সাধারণ ব্যক্তির প্রববর্তীদরে অভিমতগুলো থেকে নির্বাচন করার অধিকার নই। তবে সমকালীন আলমেদরে অভিমতগুলো থেকে সে নির্বাচন করতে পারনে যদি সমকালীন আলমেরা সবাই ইলম, সত্যবাদতি ও আমানতদারতিতে সমমানেরে হয়। যে ব্যক্তি নিতুন কোন মাসয়ালার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তার যামানার আলমেগণ তাকে সাহাবীদরে অভিমতগুলো জানাল সেই অজ্ঞে ব্যক্তির তাদের অভিমতগুলো থেকে কোন একটিকে নির্বাচন করার অধিকার থাকবলে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন আলমে দললিরে ভিত্তিতে তার জন্য নির্বাচন করে দনে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “মানুষের স্তরভেদে রয়েছে। তাদের মধ্যে কটে ইজতহিদিদের স্তরে। কটে এর নীচে। তাদের মধ্যে কটে কোন এক মাসয়ালার ক্ষেত্রে মুজতাহিদি, এই মাসয়ালার খুঁটিনাটি জানে, গবেষণা করতে পারে, সত্য উদঘাটন করতে পারে; কিন্তু অন্য মাসয়ালায় পারে না। তাদের মধ্যে কটে আছে কিছুই জানে না। তাই সাধারণ মানুষেরে মাযহাব হচ্ছলে তাদের আলমেদরে মাযহাব। এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি আমাদরেকলে বলে যে, অবশ্যই আমি সগিরটে খাব। যহেতু অন্য মুসলমি দেশে এমন ব্যক্তি আছে যনি বলেন: সগিরটে খাওয়া জায়যে। আমার তাকলীদ করার অধিকার আছে। আমরা তাকে বলব: আপনি এটি করতে পারনে না। কারণ আপনার উপর আবশ্যক তাকলীদ করা। আপনার দেশেরে আলমেগণেরে তাকলীদ করার অধিকার অগ্রগণ্য। যদি আপনি অন্য দেশেরে কারো তাকলীদ করেনে তাহলে এমন বিষয়েরে ক্ষেত্রে বশিষ্টখলা হবলে যাতে কোন শরয়ি দললি নই। যদি কটে বলে যে, সে দাঁড়ি ফলে দবিলে। কেননা কোন কোন দেশেরে আলমেগণ বলেন: এতে কোন অসুবিধা নই। আমরা বলব: এটা হতে পারে না। আপনার কর্তব্য তাকলীদ করা। আপনি আপনার দেশেরে আলমেদরে সাথে মতভেদে করতে

পারেন না। কটে যদি বলবে আমি নিকেকারদরে কবররে চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে চাই। কেননা কোন কোন দেশে আলমে বলেন: এতে অসুবিধা নাই। কথিবা বলেন: আমি তাদের ওসলি দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাই। কথিবা এ জাতীয় কোন কথা। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। সাধারণ মানুষের দায়িত্ব তার দেশে নরিভরযোগ্য আলমেদরে তাকলীদ করা; যাদের প্রতি তার আস্থা হয়। এটি আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: সাধারণ মানুষ তাদের দেশে বাইরের আলমেদরে তাকলীদ করবে না। কেননা এর ফলে বশিষ্ঠলা ও বভিদে ঘটবে। যদি কটে বলেন: আমি উটরে গাশত খয়ে ওয়ু করব না। কেননা কোন কোন দেশে আলমেগণ বলেন: উটরে গাশত খয়ে ওয়ু করা ওয়াজবি নয়। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। ওয়ু করা আপনার উপর আবশ্যিক। কেননা এটি আপনার মাযহাবের আলমেদরে মাযহাব। আপনি যাদের মুকাল্দি (তাকলীদ করেন)।” [লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

তিনি আরও বলেন: “আর সাধারণ মানুষকে স্থানীয় আলমেগণের অভিমত মানতে বাধ্য করা হবে; যাতে করে সাধারণ মানুষ বশিষ্ঠলা না হয়। কেননা আমরা যদি সাধারণ মানুষকে বলি: আপনি যে কোন অভিমত পান না কনে সটো গ্রহণ করতে পারেন তাহলে এই উম্মত এক উম্মত থাকবে না। এ কারণে আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান সাদী বলেন: ‘সাধারণ মানুষের মাযহাব তাদের আলমেগণের মাযহাব। উদাহরণতঃ আমাদের এখানে সটৌ আরবে নারীর ওপর মুখ ঢাকা ওয়াজবি। আমরা আমাদের নারীদেরকে তা করতে বাধ্য করব। যদি আমাদেরকে কোন নারী বলে যে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসরণ করব। সে মাযহাবে মুখ খোলা জায়গে। আমরা বলব: আপনার সটৌ করার অধিকার নাই। কেননা আপনি সাধারণ মানুষ। আপনি ইজতহিদে স্তরে পৌঁছেননি। আপনি সেই মাযহাব অনুসরণ করতে ইচ্ছুক যহেতু সটৌ ছাড়। এভাবে ছাড় খুঁজে খুঁজে আমল করা হারাম। তবে কোন আলমে ইজতহিদ (ফকিহী গবষণা)-এর ফলাফল যদি এটা হয় যে, নারীর চহোরা খোলা রাখা; তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। তিনি যদি বলেন: আমি আমার নারীর চহোরা খোলা রাখব। সেক্ষেত্রে আমরা বলব: এতে অসুবিধা নাই। তবে তিনি এমন দেশে তার স্ত্রীর চহোরা খোলা রাখতে দবিনে না যাই দেশে নারীরা মুখ ঢেকে চলে। এটি তাকে করতে দোয়া হবে না। কারণ তিনি অন্যকে নষ্ট করবেন। কারণ এই মাসয়ালায় মুখ ঢাকা যে উত্তম এতে সবাই একমত। মুখ ঢাকা যদি উত্তম হয় আর আমরা যদি তাকে উত্তমটি করতে বাধ্য করি তাহলে আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী হারাম কিছু করতে বাধ্য করলাম না। বরং আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী উত্তমটি করতে বাধ্য করলাম। এবং অন্য আরকেটি কারণে বাধ্য করলাম সটৌ হলো যাতে করে এই রক্ষণশীল দেশে অন্য কটে তার তাকলীদ না করে। অন্যথায় বভিদে হবে এবং ঐক্য নষ্ট হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি তার দেশে ফরি যান আমরা তাকে আমাদের অভিমত মানতে বাধ্য করব না; যহেতু মাসয়ালাটি ইজতহিদযোগ্য, এই মাসয়ালার দলিলগুলো পর্যালোচনা করা ও প্রাধান্য দয়ের অবকাশ রয়েছে।” [লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।